লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মর্মার্থ

মূল আরবীঃ-

আশ-শাইখ হামূদ বিন মুহাম্মাদ আল-লাহেম

ভাষান্তরেঃ-

আ, হ, ম, তরিকুল ইসলাম

4 / 1426 H

٤١

COOPERATIVE OFFICE FOR CALL AND GUIDANCE

লা ইলাহা ইলাল্লাহ এর মর্মার্থ

মূল আরবীঃ-

আশ-শাইখ হামূদ বিন মুহাম্মাদ আল-লাহেম

ভাষান্তরেঃ-

আ, ছ, ম, তরিকুল ইসলাম

ভূমিকা

"لاإلــه إلا اللـــه" (কোন সত্যিকার ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া) বাক্যটিই মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে এবং এরই মানদণ্ডের উপরেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। জীবন পদ্ধতি, জগত ও মানুষ সংক্রান্ত ধারনা এখেকেই উৎসারিত হয়।

সকল রাসূল(আঃ) গণ যাঁর প্রথম ছিলেন হযরত নূহ(আঃ) এবং সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর দাওয়াতের ভিত্তি ছিল এটাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন -

و مــا أرســلـنــا مــن قـبـلــك مــن رســول إلا نــوحــى إلــيــه أنــه لا إلــه إلا أنــا فــاعــبــدون.

"আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল (আঃ) পাঠিয়েছি তাঁদের সকলের কাছে এই ওহী পাঠিয়েছিলাম যে, আমি ছাড়া কোন সত্যিকার ইলাহ (উপাস্য) নেই সেহেতু আমারই ইবাদাত কর।"(আল-আম্বীয়া - ২৫)

"لاإله إلا اللــــه" (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই)। এই সাক্ষ্য দানের জন্যই আল্লাহ অন্যান্য সৃষ্টের মত মানুষ ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন। এমনকি নিশ্চয় বিশ্ব-জগতের সকল কিছুই ; সৃষ্টি ও নির্দেশের একচ্ছত্র অধিপতি, সবজান্তা আল্লাহর ইবাদাতে অনুগত।

"لا إله إلا الله" এর অর্থ

"لا إله إلا الله" বাক্যটি না সূচক ও হ্যাঁ সূচক সম্বলিত।

প্রথমতঃ-(না সূচক অংশ) আল্লাহ ছাড়া সকল কিছুর ইলাহিয়্যাতকে নিষিদ্ধ করে। সুতরাং আল্লাহ ব্যাতীত ফিরিশতাগণ, নবীগণ(আঃ) এবং সকল মানুষ ছাড়াও মূর্তিসমূহ ও বিশ্বজগতের ব্যাবস্থাপনাদির কেউ ও কোনটাই ইলাহ নয়। কোন ইবাদাত ও এদের উদ্দেশ্যে বৈধ নহে। সুতরাং এখানে কল্পিত তথাকথিত ইলাহসমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়নি বরং এই সকল কল্পিত ইলাহসমূহের ইবাদাত ও দাসত্ব পাওয়ার অধিকারও উপযুক্ততাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ-(হাঁ সূচক অংশ) ইলাহিয়্যাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যেই প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ বান্দাহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ মনে করবে না। তার অর্থ হচ্ছে - সে তার দাসবৃত্বকে কারো উদ্দেশ্যেই নিবেদন করে না। আর এই দাসবৃত্ব (তাআল্লুহ) হল অন্তরের সম্পর্ক যা বান্দার যে কোন ধরণের ইবাদাত যেমন দোয়া প্রভৃতির উদ্দেশ্যেকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রতিষ্ঠা করে।

যেহেতু সকল প্রকার বৈধ ইবাদাত, প্রকৃত হকদার ছাড়া অন্য কারো উদ্দ্যেশ্যে নিবেদন করা যায় না সেহেতু সত্যিকারের ইলাহ যার দিকে এই সমস্ত ইবাদাতের মাধ্যমে

সে আত্মনিয়োগ করা ওয়াজিব তাঁর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গুন বিদ্যমান থাকবে, যেমনঃ-

১)উলুহিয়াত (উপাস্যতা) এর গুণ, তিনি প্রতি ক্ষেত্রে একক অদ্বিতীয় তাঁর গুনাবলী ও তাঁর রাজত্বে কেউ অংশীদার নেই। তিনি এক ও অমুখাপেক্ষী।

২) অন্যের মুখাপেক্ষাহীনতা- তাঁর কোন সহযোগী, সংগীনী ও সন্তানের প্রয়োজন নেই।

৩)সর্বময় ক্ষমতার আধার - কোন কিছু তাকে অপারগ করতে পারে না। কোন ক্লান্তি ও সাহায্যকারী ছাড়াই যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। যখন কোন কিছু করার ই;;চ্ছা করেন বলেন 'হয়ে যাও' আর তা হয়ে যায়।

৪)চিরঞ্জীব -তাঁর প্রতি কোন ধ্বংস অবতীর্ন হয় না বরং তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী ।

৫)বিনিদ্রতাঃ - তিনি ঘুমান না, অমনোযোগীও হন না, তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না।

৬)বাদশাহীত্ব- তাঁর রাজত্ব সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যাপৃত করে থাকে।

৭)জ্ঞান- তাঁর জ্ঞান সকল বিশ্বজগৎ- পরিব্যপ্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। সামান্য অনুপরামানুও তাঁর জ্ঞানচক্ষুর অন্তরালে থাকতে পারে না। তিনি প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছু জানেন। সবকিছুই তাঁর সম্মুখে উম্মোচিত থাকবে, তিনি তা দেখবেন ও শুনবেন।

এমন কি সকল মনে লুকায়িত ও সমস্ত হৃদয়ে চিন্তনীয়। সব কিছুই তিনি শুনেন ও দেখেন।

৮)বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর থেকে, তাঁর সত্ত্বা হতে ,তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর ঊর্ধত্বের দিক থেকে তাঁর চেয়ে কেউ বড় নেই।

৯) বদান্যতাঃ- তিনি পরম দয়ালু ও করুনাময়। জুলুম করেন না, পাপ ছাড়া সাজা দেন না বরং তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভালবাসেন এবং যখন তারা তাওবা করে ও তাঁর দিকে ফিরে আসে ,তাদেরকে মাফ করে দেন।

সুতরাং যিনি এই সমস্ত গুনে গুণবান হবেন তিনিই ইলাহ ও উপাস্য হওয়ার যোগ্য হবেন। এই সমস্ত গুন শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে বিদ্যমান নেই।

আল্লাহই একমাত্র এ সকল গুণে গুণবান। তিনি এক, একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি জন্ম নেননি, জন্ম দেনওনি, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, শাশ্বত, যাকে তন্দ্রা ও ঘুম স্পর্শ করে না। আসমান ও জমীনে যাকিছু বিদ্যমান সব কিছু তাঁর, এবং তিনি সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাশীল। যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন বলেন-'হয়ে যাও'- আর তা হয়ে যায়। তিনি সর্বাধিপতি, তিনি পূত-পবিত্র, মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সববিষয়ে জ্ঞাত, পরম করুনাময় ও পরম দয়াবান। এই সমস্ত গুনাবলীর কারনেই তিনি সত্যিকারের ইলাহ। যাঁর দাসত্বের মাধ্যমে সকল সৃষ্টের তাঁর শ্রেষ্টত্বের স্বীকৃতি দেয়া ওয়াজিব। এই কারণেই

কালিমাতুত্তাওহীদ “ لا إلــه إلا الـلـه ” এর দ্বিতীয়াংশ মানুষ যাদেরকে ইলাহ বলে দাবী করে ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইলাহ মেনে নেয় তাদের উলুহিয়াতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উলুহিয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং“لا إلـه إلا الـلـه ” বাক্যটি আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্যদের ইলাহ হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করে এবং এর যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত করে। অতএব তিনিই সত্যিকার ও একমাত্র সত্য ইলাহ, অন্য কেহ নয়।

অতএব অন্যরা নয় বরং আল্লাহই যখন একমাত্র ইলাহ হওয়ার অধিকারী- তখন এই উলুহিয়াতের অনিবার্য দাবী কি ? (তা আমাদের জানা প্রয়োজন)!

তন্মধ্যে অন্যতম দাবী হচ্ছেঃ–

শরিয়ত ও সকল নিয়মনীতি প্রণয়ণের অধিকার তাঁর জন্যই সংরক্ষিত। তিনি সৃষ্টের জন্য শরীয়ত প্রণয়ণকারী। অতএব যে সমস্ত নিয়মনীতি ও চলার পদ্ধতি রাসূলগণ(সঃ)এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রবর্তন হয়নি, নিজের জন্য হোক বা অন্যের জন্য; কারো তা প্রণয়নের অধিকার নেই। সুতরাং মানুষ কি ভাবে তার রব্বের ইবাদাত করবে, তার নিয়ম নীতি তৈরী এবং পারস্পারিক জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে বা সামষ্টিক ভাবে লেনদেনের পদ্ধতি কারো রচনা করা বৈধ নয়। কোন জিনিষ নিজের পক্ষ থেকে হালাল বা হারাম করার অধিকার কারো নেই। তেমনি ভূল ভ্রান্তি ও বিরুধীতা করার কারণে তার সাজার নিয়ম

তৈরীর হক ও কারো নেই। বরং হালাল-হারাম নিরূপণের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। যদি কেউ এ কাজ করে তাহলে সে নিজকে ইলাহর আসনে বসালো আর এ ক্ষেত্রে যে তার আনুগত্য করল সে আল্লাকে বাদ দিয়ে তাকে ইলাহ মেনে নিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বর্ণনা করেছেন যে - ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মযাজক আহবার ও রোহবানকে রব্ব বানায়ে নিয়েছে এ কারণেই যে, তারা তাদের ধর্মযাজকদেরকে আল্লার পক্ষ থেকে আসা দলিল ব্যতীতই হালাল ও হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আনুগত্য দেখায়েছিল। আর এটা ঐ সময় যখন তারা জানত যে, আল্লাহই সত্যিকার ইলাহ, যাঁকে ছাড়া অন্যকে ইলাহ বানানো ঠিক নয় এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রবর্তিত রাসূল(সঃ) এর দ্বারা বর্ণিত শরীয়ত ছাড়া ইবাদাত বৈধ নয়।

এ কারণেই ইবাদাত কি তা আমাদের জানা অত্যাবশ্যক। যাতে আমরা এ গুলো অথবা এথেকে কিছু কে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে নিবেদন না করি। যখন আমরা এটা জেনেছি তখন আমরা এটাও জানলাম যে, আল্লাহ নিশ্চয় সকল সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টের মধ্যে মানুষ অন্যতম।

অতএব মানুষ সারা জীবন ভরে আল্লাহকে ইবাদাত করবে। অতঃপর সে যা কিছু করে, এবং জীবন ধারণের ব্যাপারে নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য যা কিছুর প্রয়োজন অনুভব করে সে প্রসংগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ জানা তার জন্য অত্যাবশ্যক। তার সার্বিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর

নির্দেশ অনুযায়ী হওয়াটা অতীব জরুরী। সুতরাং যে সমস্ত কাজ দ্বারা মানুষেরা আল্লাহর নিকটতম হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এবং যা শরীয়তের নিয়মনীতি অনুযায়ী সম্পন্ন করে তাই ইবাদাত। তাহলে ইবাদাত হচ্ছে-- প্রতিটি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের সমষ্টি যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পছন্দ করে থাকেন।

"لا إله إلا الله" এর অর্থ ও এর অনিবার্য দাবী সম্পর্কে অতি তাড়াতাড়ি উপস্থাপিত সংক্ষিপ্ত এই বর্ণনা অবশ্যই আপনাকে এ বাক্য স্বীকার করা ও তার দাবী অনুযায়ী আমল করার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। সুতরাং এখন দেখার বিষয় যে,- যে এটাকে স্বীকার করে তার প্রতি কি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তার পক্ষে ও বিপক্ষে কি বিদ্যমান রয়েছে। আর এটার স্বীকৃতির অত্যাবশ্যকীয় দিক গুলো হচ্ছেঃ-

প্রথমতঃ- আল্লাহই সত্যকারের ইলাহ যাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করা ঠিক নয়। পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুণে তিনি গুনবান এবং সকল কমতি যেমন স্ত্রী ও সন্তানের প্রয়োজনীতা থেকে পবিত্র; এর উপরে অকাট্য বিশ্বাস স্থাপনকরা (ঈমান আনা)।

দ্বিতীয়তঃ- তিনি সকল বিশ্বজগতের স্রষ্টা, রিযিক দাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক, বিশ্ব-অধিপতি, সৃষ্টির একমাত্র হুকুমদাতা, ও চলার একমাত্র পদ্ধতি প্রণয়নকারী। তাঁর উপরে ঈমান আনা।

তৃতীয়তঃ- রাসূল (সঃ) মারফত কুরআনে ও হাদীসে আমাদের কাছে যা পৌঁচেছে সে অনুযায়ী তিনি পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুনে গুণসমপন্ন, অপরিপূর্নতার সকল বিশেষন মুক্ত -এর উপরে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমরা আল্লার যে সমস্ত গুণাবলী (ছিফাত) কে জেনেছি তন্মধ্যে -ক্ষমতা ও দয়া অন্যতম। যদি রাসূল (সঃ) তাঁর সম্পর্কে না জেনে স্বরচিত আজগুবী কিছু বলতেন অবশ্যই আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিতেন। বরং বাস্তব প্রেক্ষাপট এথেকে ভিন্ন– তিনি অলৌকিক ক্ষমতা (মুজিযা) দ্বারা তাকে শক্তি যুগিয়েছেন। এবং তিনি যে সত্যবাদীতা ও আমানত দারী সহকারে তাঁর রব্বের প্রদত্ত রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ-

لو تقول علينابعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين
لقطعنا منه الوتين.ثم

" সে যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিত তা হলে আমি তার দক্ষিন হস্ত ধরে ফেলতাম এবং তার জীবন ধমণী কেটে ফেলতাম।"(আল হাক্কাহ ৪৪-৪৬)

উপরোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি ঈমান আনা।

চতুর্থত ঃ- মুমিনের সাথে বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা স্থাপন। তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন ও তাদেরকে সহযোগীতা করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন--

محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং যে সমস্ত লোক তাঁর সংগে রয়েছে তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরে পূর্ণ দয়াশীল।" (আল ফাতহ ২৯)

ঠিক তেমনি কাফিরদের সাথে বৈরিতা ও তাদের থেকে দূরে অবস্থান করা। আল্লাহর শত্রু হওয়ার কারণে আল্লাহর রাসুল হযরত ইব্রাহীম(আঃ) তাঁর পিতা ও তাঁর কওম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন-

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم و مماتعبدون من دون الله كفرنا بكم بدا بيننا وبينكم العداوة و البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.

"তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর সংগী-সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের কওমকে বলেছিল - আমরা তোমাদের থেকে ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে পূজা কর তাদের থেকে নিঃসম্পর্ক ও বিমুখ এবং তোমাদেরকে অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্য চিরস্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়েছে যতক্ষন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (মুমতাহিনা-৪)

ইসলামের প্রবেশদ্বার এই বাক্যটির স্বীকৃতির অনিবার্য কাজগুলো হচ্ছে এটাই। এ বাক্যটি সমগ্র দ্বীনের ভিত্তি। যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসে এটার স্বীকৃতি দান করবে এবং এর দাবী ও পথ নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবে- আল্লার ইচ্ছায় তার বাসস্থান হবে বেহেশত্ এবং যদি সে কিছু গুনাহ করে তওবা না করে থাকে তাহলে আল্লাহ তার ঐ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন অথবা তাকে পাপের জন্য সাজা দিয়ে পরে আগুন থেকে বাহির করে তাকে পাপ মুক্ত করে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে -

নিশ্চয় মুসা(আঃ) আল্লাহর কাছে এমন একটা আমলকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করার আবেদন জানায়েছিলেন যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর ইবাদাত করতে পারেন। তখন আল্লাহ বলেন - হে মুসা, বল- " لا إله إلا الله "(আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই।) তিনি বল্লেন - "হে রব, আপনার প্রত্যেক বান্দাইতো এটা বলে থাকে। অতঃপর আল্লাহ বল্লেন-"হে মুসা, যদি সাত আসমান জমিন এবং তন্মধ্যে অবস্থিত সবকিছু এক পাল্লায় এবং "لا إله إلا الله " (আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই।) অন্য পাল্লায় তোলা হয় তাহলে " لا إله إلا الله " এর পাল্লাই ভারী হবে। হযরত মুহম্মদ(সঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যার শেষ কথা হবে-

" لا إلـــه إلا الـلـــه " (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মাবুদ নেই) সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো– আপনি কি শুধু মুখের উচ্চারনকে এর জন্য যথেষ্ঠ বলে মনে করেন?

অবশ্য এ সফলতার জন্য এর সাথে কয়েকটি শর্ত ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত।

১) এই জ্ঞান অর্জন করা যে, আল্লাহই হচ্ছেন সত্যি কারের ইলাহ, তাঁকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহকে ইবাদাত করা সঠিক নহে। তাঁকে ছাড়া অন্য যাকেই ইবাদাত করা হোক তা বাতিল। বস্তু এই সমস্ত প্রভুরা কারো কোন ভাল মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না।

২) কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ও পশ্চাৎপদ ছাড়াই ঐকান্তিক ভাবে এই ইলম হাছিল করতে হবে।

৩) এটার সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে এবং এর উপর অবিচল থাকতে হবে।

৪) আল্লাকে সন্তুষ্ট চিত্তে রব্ব ও মুহাম্মাদ(সঃ) কে নবী ও রাসূল মেনে নিয়ে এর দাবী অনুযায়ী সার্বিক আমলে শর্তহীন আনুগত্য করতে হবে।

৫) এগুলো সব কিছুর আঞ্জাম ও তাঁর আনুগত্য সত্য মনে করেই করবে।

৬) একমাত্র আল্লাহর জন্য ইখলাছের সাথে সকল ইবাদাত সম্পন্ন করবে এবং আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতকে অন্য মুখি করবে না।

৭) আল্লাহকে ভালো বাসবে। তাঁর রাসূল(সঃ) কে, তাঁর অলীদেরকে ও তাঁর অনুগতদেরকে ভালবাসবে।

অবশেষে আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়ের আনুগত্য ও নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ অত্যাবশ্যক। এটা সম্পাদন করতে হবে তাঁকে ভালবেসে ও তাঁর সাজার ভয়ে,পূণ্য অর্জনের আকাংখায়, ক্ষমার প্রত্যাশায় এবং রাসূল(সঃ) এর অনুকরনে। কেননা তিনি শেষ রাসূল এবং তাঁর প্রবর্তীত শরীয়ত পূর্ববর্তী সকল শরীয়তের রহীতকারী। তাঁর শরীয়তে পূর্ববর্তী শরীয়তের সকল উত্তম দিক সন্নিবেশিত হয়েছে। এটা সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ ভাষায় " لا إله إلا الله "এর অর্থ ও তার দাবীর উপস্থাপনা। আশাকরি আমাদেরকে আল্লাহ এদ্দারা লাভবান করবেন। আল্লাহ, তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজন ও সকল সঙ্গী-সাথীর উপরে শান্তি বর্ষন করুন।

হামূদ বিন মুহাম্মাদ আল-লাহেম

সমাপ্ত